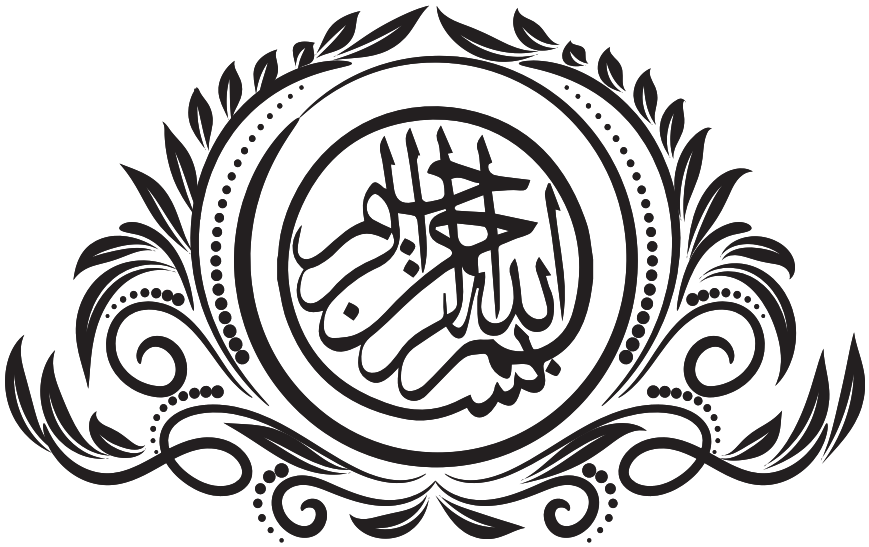

اٰياتها ٧ ١ سُوْرَةُ الْفَاتِحَةِ مَكِّيَّةٌ ٥ ركوعها ١

সূরা ফাতিহা

١	بِسْمِ	اللّٰهِ	الرَّحْمٰنِ	الرَّحِيْمِ ١
	নামে	**আল্লাহর**	পরম করুণাময়	সতত দয়াবান
٢	اَلْحَمْدُ	لِلّٰهِ	رَبِّ	الْعٰلَمِيْنَ ٢ لا
	সকল প্রশংসা	**আল্লাহর** জন্য	**রব**	জগতসমূহের
٣	الرَّحْمٰنِ	الرَّحِيْمِ	٣ لا	مٰلِكِ
	(**যিনি**) অত্যন্ত দয়ালু	সর্বদা দয়াবান	৩	(**যিনি**) মালিক
٤	يَوْمِ	الدِّيْنِ	٤ ط	اِيَّاكَ
	দিনের	কর্মফল	৪	শুধু **আপনারই**
٥	نَعْبُدُ	وَاِيَّاكَ	نَسْتَعِيْنُ ٥ ط	
	আমরা ইবাদাত করি	এবং শুধু **আপনারই** (কাছে)	আমরা সাহায্য চাই।	৫
٦	اِهْدِنَا	الصِّرَاطَ	الْمُسْتَقِيْمَ ٦ لا	
	আপনি আমাদেরকে পরিচালিত করুন	পথ	সরল সঠিক	৬
	صِرَاطَ	الَّذِيْنَ	اَنْعَمْتَ	
	পথ	(যারা) তাদের	**আপনি** অনুগ্রহ করেছেন	
	عَلَيْهِمْ لا	غَيْرِ	الْمَغْضُوْبِ	
	(তাদের) যাদের ওপর	(তাদের পথ) ব্যতীত	(**আপনার**) ক্রোধ পড়েছে	
٧ ع	عَلَيْهِمْ	وَلَا	الضَّآلِّيْنَ ٧ ع	
৭	(তাদের) যাদের ওপর	এবং (তাদের পথও) নয়	যারা পথভ্রষ্ট হয়ে গেছে	

১. পরম করুণাময় ও সতত দয়াবান **আল্লাহর** নামে

২. সকল প্রশংসা জগতসমূহের প্রতিপালক **আল্লাহর** জন্য,

৩. **যিনি** অত্যন্ত দয়ালু, সর্বদা দয়াবান।

৪. **যিনি** কর্মফল দিনের মালিক।

৫. আমরা শুধু **আপনারই** ইবাদাত করি এবং শুধু **আপনারই** কাছে সাহায্য চাই।

৬. **আপনি** আমাদেরকে সরল সঠিক পথে পরিচালিত করুন।

৭. তাদের পথ যাদের ওপর **আপনি** অনুগ্রহ করেছেন। তাদের পথ ব্যতীত যাদের ওপর **আপনার** ক্রোধ পড়েছে এবং তাদের পথও নয় যারা পথভ্রষ্ট হয়ে গেছে।

منزل ١

ع ٧

ركوعاتها ٤٠ ٢ سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ مَدَنِيَّةٌ ٨٧ اٰياتها ٢٨٦

সূরা আল-বাকারা

পরম করুণাময় ও সতত দয়াবান আল্লাহর নামে

১. আলিফ-লাম-মীম। [সূরার শুরুতে এ ধরনের বিচ্ছিন্ন বর্ণগুলো কুরআনের একটি মুজিজা, যার প্রকৃত অর্থ **আল্লাহ** ছাড়া কেউ জানে না]

২. এই কিতাব, যার মধ্যে কোনো সন্দেহ নেই, মুত্তাকিদের জন্য পথনির্দেশকারী। [মুত্তাকি: ধার্মিক, সৎ বান্দা, **আল্লাহ**কে ভয়কারী—**তাঁর** নিষেধের সব ধরনের পাপ ও মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকে; এবং **আল্লাহ**কে অধিক ভালোবাসে—**তাঁর** নির্দেশের সকল প্রকার ভালো কাজ করতে উদ্‌গ্রীব থাকে]

৩. যারা অদৃশ্যের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে ও সালাত প্রতিষ্ঠা করে এবং **আমরা** তাদেরকে যে জীবিকা দিয়েছি, তা থেকে ব্যয় করে (যাকাত দেয়, নিজেদের জন্য পিতা-মাতা, স্ত্রী-সন্তান ইত্যাদি, অভাবীকে সাহায্য করে এবং **আল্লাহর** পথে ব্যয় করে)।

৪. এবং যারা ঈমান আনে (কুরআন ও সুন্নাতে) যা (হে মুহাম্মাদ সা.) তোমার প্রতি অবতীর্ণ করা হয়েছে এবং যা তোমার পূর্বে (অন্য নাবিদের কাছে) অবতীর্ণ (তাওরাত, ইনজিল ইত্যাদি) করা হয়েছে। আর আখিরাতের প্রতি তারা দৃঢ় বিশ্বাস রাখে (পুনরুত্থান, প্রতিদান, জান্নাত, জাহান্নাম ইত্যাদি)।

৫. ওরাই তাদের **রবের** পক্ষ থেকে সঠিকপথের ওপর রয়েছে এবং ওরাই সফলকাম।

الرَّحِيْمِ	الرَّحْمٰنِ	اللّٰهِ	بِسْمِ
সতত দয়াবান	পরম করুণাময়	**আল্লাহর**	নামে

فِيْهِ ۛ	رَيْبَ ۛ	لَا	الْكِتٰبُ	ذٰلِكَ	①	الٓمّٓ
যার মধ্যে	কোনো সন্দেহ	নেই	কিতাব	এই	১	আলিফ-লাম-মীম

يُؤْمِنُوْنَ	الَّذِيْنَ	②	لِّلْمُتَّقِيْنَ	هُدًى
বিশ্বাস করে	যারা	২	মুত্তাকিদের জন্য	পথনির্দেশকারী

وَمِمَّا	الصَّلٰوةَ	وَيُقِيْمُوْنَ	بِالْغَيْبِ
ও তা থেকে যা	সালাত	এবং (তারা) প্রতিষ্ঠা করে	অদৃশ্যের প্রতি

وَالَّذِيْنَ	③	يُنْفِقُوْنَ	رَزَقْنٰهُمْ
এবং যারা	৩	তারা ব্যয় করে	**আমরা** তাদেরকে জীবিকা দিয়েছি

اُنْزِلَ	وَمَآ	اِلَيْكَ	اُنْزِلَ	بِمَآ	يُؤْمِنُوْنَ
অবতীর্ণ করা হয়েছে	এবং যা	তোমার প্রতি	অবতীর্ণ করা হয়েছে	যা	ঈমান আনে

④	يُوْقِنُوْنَ	هُمْ	وَبِالْاٰخِرَةِ	قَبْلِكَ	مِنْ
৪	দৃঢ় বিশ্বাস রাখে	তারা	আর আখিরাতের প্রতি	তোমার পূর্বে	থেকে

رَّبِّهِمْ	مِّنْ	هُدًى	عَلٰى	اُولٰٓئِكَ
তাদের **রবের**	(পক্ষ) থেকে	সৎপথ	উপর (রয়েছে)	ওরা

⑤	الْمُفْلِحُوْنَ	هُمْ	وَاُولٰٓئِكَ
৫	সফলকাম	তারা	এবং ওরাই

الجزء ١ জুয ১

وقف النبي معانقة

اِنَّ	الَّذِيْنَ	كَفَرُوْا	سَوَآءٌ	عَلَيْهِمْ	ءَاَنْذَرْتَهُمْ	اَمْ
নিশ্চয়	যারা	অবিশ্বাস করেছে	(উভয়ই) সমান	তাদের জন্যে	তাদের তুমি সতর্ক কর কি	অথবা

لَمْ	تُنْذِرْهُمْ	لَا	يُؤْمِنُوْنَ ۝٦	خَتَمَ	اللّٰهُ	عَلٰى
না	তুমি তাদেরকে সতর্ক কর	না	তারা বিশ্বাস করবে ৬	সিল লাগিয়ে দিয়েছেন	**আল্লাহ**	উপর

قُلُوْبِهِمْ	وَعَلٰى	سَمْعِهِمْ ؕ	وَعَلٰٓى	اَبْصَارِهِمْ	غِشَاوَةٌ ۖ
তাদের অন্তরের	এবং উপর	তাদের শ্রবণশক্তির	এবং ওপর	তাদের দৃষ্টিশক্তির	পর্দা (রয়েছে)

وَّلَهُمْ	عَذَابٌ	عَظِيْمٌ ۝٧ ع	وَمِنَ	النَّاسِ	مَنْ	يَّقُوْلُ
আর তাদের জন্যে (রয়েছে)	শাস্তি	মহা ৭	এবং মধ্য হতে	মানুষের	যারা	বলে

اٰمَنَّا	بِاللّٰهِ	وَبِالْيَوْمِ	الْاٰخِرِ	وَمَا	هُمْ	بِمُؤْمِنِيْنَ ۝٨
আমরা ঈমান এনেছি	**আল্লাহর** প্রতি	ও দিনের প্রতি	শেষ	অথচ না	তারা	মু'মিন ৮

يُخٰدِعُوْنَ	اللّٰهَ	وَالَّذِيْنَ	اٰمَنُوْا ۚ	وَمَا	يَخْدَعُوْنَ
তারা ধোঁকা দেয়	**আল্লাহকে**	ও যারা	বিশ্বাস করেছে	কিন্তু না	

اِلَّآ	اَنْفُسَهُمْ	وَمَا	يَشْعُرُوْنَ ۝٩ ؕ	فِيْ	قُلُوْبِهِمْ
ছাড়া	তাদের নিজেদেরকে	এবং না	তারা অনুধাবন করে ৯	মধ্যে আছে	তাদের অন্তরসমূহের

مَّرَضٌ ۙ	فَزَادَهُمُ	اللّٰهُ	مَرَضًا ۚ	وَلَهُمْ	عَذَابٌ
রোগ	তাই বাড়িয়ে দিয়েছেন তাদের	**আল্লাহ**	ব্যাধি	আর তাদের জন্য (রয়েছে)	শাস্তি

اَلِيْمٌ ۢ	بِمَا	كَانُوْا	يَكْذِبُوْنَ ۝١٠	وَاِذَا	قِيْلَ	لَهُمْ
যন্ত্রণাদায়ক	এজন্যে যে	তারা (ছিল)	তারা মিথ্যা বলছিল ১০	এবং যখন	বলা হয়	তাদের উদ্দেশ্যে

لَا	تُفْسِدُوْا	فِي	الْاَرْضِ ۙ	قَالُوْٓا	اِنَّمَا	نَحْنُ	مُصْلِحُوْنَ ۝١١
না	বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করো	মধ্যে	পৃথিবীর	তারা বলে	কেবল	আমরা	শান্তি স্থাপনকারী ১১

اَلَآ	اِنَّهُمْ	هُمُ	الْمُفْسِدُوْنَ
জেনে রাখো	নিশ্চয় তারা	(তারাই)	বিপর্যয় সৃষ্টিকারী

وَلٰكِنْ	لَّا	يَشْعُرُوْنَ ۝١٢	وَاِذَا	قِيْلَ	لَهُمْ	اٰمِنُوْا
কিন্তু	না	তারা বুঝে ১২	এবং যখন	বলা হলো	তাদের (উদ্দেশ্যে)	তোমরা বিশ্বাস করো

كَمَآ	اٰمَنَ	النَّاسُ	قَالُوْٓا	اَنُؤْمِنُ	كَمَآ	اٰمَنَ	السُّفَهَآءُ ؕ
যেমন	বিশ্বাস করেছে	মানুষেরা	তারা বলে	আমরা কি বিশ্বাস করবো	যেমন	ঈমান এনেছে	নির্বোধেরা

اَلَآ	اِنَّهُمْ	هُمُ	السُّفَهَآءُ	وَلٰكِنْ	لَّا	يَعْلَمُوْنَ ۝١٣
জেনে রাখো	নিশ্চয় তারা	তারাই	নির্বোধ	কিন্তু	না	তারা জানে ১৩

وَاِذَا	لَقُوا	الَّذِيْنَ	اٰمَنُوْا	قَالُوْٓا	اٰمَنَّا ۚ ۖ	وَاِذَا
এবং যখন	আমরা বিশ্বাস করেছি	তারা বলে	বিশ্বাস করেছে	যারা	তারা মিলিত হয়	এবং যখন

৬. নিশ্চয় যারা (সত্য—আল্লাহ, মালাক, রাসূল, কিতাব, পুনরুত্থান ও তাকদির) অবিশ্বাস করেছে, (হে মুহাম্মাদ সা.) তুমি তাদেরকে সতর্ক কর কিংবা না কর, উভয়ই তাদের জন্য সমান, তারা বিশ্বাস করবে না।

৭. **আল্লাহ** তাদের অন্তরে এবং তাদের কানে সিল লাগিয়ে দিয়েছেন (হিদায়াতের পথ বন্ধ) এবং তাদের চোখসমূহে রয়েছে পর্দা। আর তাদের জন্য রয়েছে মহা শাস্তি।

৮. আর মানুষের মধ্যে এমনও (মুনাফিক) আছে, যারা বলে, 'আমরা বিশ্বাস করেছি **আল্লাহর** প্রতি এবং আখিরাতের প্রতি', অথচ তারা মু'মিন নয়।

৯. তারা **আল্লাহকে** এবং যারা বিশ্বাস করেছে তাদেরকে ধোঁকা দিতে চায়। অথচ তারা নিজেদেরকেই ধোঁকা দিচ্ছে এবং তারা তা অনুধাবন করে না।

১০. তাদের অন্তরসমূহে রয়েছে (সন্দেহ ও মুনাফিকির) ব্যাধি। সুতরাং **আল্লাহ** তাদের রোগ বাড়িয়ে দিয়েছেন। আর তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। কারণ তারা মিথ্যা বলত।

১১. আর যখন তাদেরকে বলা হয়, 'তোমরা পৃথিবীতে বিশৃঙ্খলা করো না', তারা বলে, 'আমরা কেবল শান্তি স্থাপনকারী।'

১২. জেনে রাখ, নিশ্চয় তারা বিপর্যয় সৃষ্টিকারী; কিন্তু তারা বুঝে না।

১৩. আর যখনই তাদেরকে (মুনাফিকদের) বলা হয়, 'তোমরা বিশ্বাস করো যেমন লোকেরা (মুহাম্মাদ সা.-এর অনুসারীরা) বিশ্বাস করেছে', তারা বলে, 'আমরা কি ঈমান আনব যেমন নির্বোধেরা ঈমান এনেছে?' জেনে রাখো, নিশ্চয় তারাই নির্বোধ; কিন্তু তারা জানে না।

১৪. আর যখন তারা মু'মিনদের সাথে মিলিত হয়, তখন বলে 'আমরা ঈমান এনেছি' এবং যখন

তাদের শাইতনদের (দুষ্টু ব্যক্তিদের) সাথে গোপনে মিলিত হয়, তারা বলে, 'নিশ্চয় আমরা তোমাদের সাথে আছি। আমরা তো কেবল উপহাসকারী।'

১৫. আল্লাহ তাদের সাথে উপহাস করেন এবং তাদেরকে তাদের অবাধ্যতায় ঢিল দেন। (ফলে) তারা উদ্ভ্রান্ত হয়ে ফিরে।

১৬. এরাই তারা, যারা সৎপথের বিনিময়ে পথভ্রষ্টতা ক্রয় করেছে। সুতরাং তাদের ব্যবসা লাভজনক হয়নি এবং তারা সৎপথপ্রাপ্ত ছিল না।

১৭. তাদের উপমা ওই ব্যক্তির মতো, যে (আলোর জন্য) আগুন জ্বালালো। এরপর যখন আগুন তার চারপাশ আলোকিত করল, **আল্লাহ** তাদের আলো কেড়ে নিলেন এবং তাদেরকে ছেড়ে দিলেন এমন অন্ধকারে যে, তারা দেখতে পায় না।

১৮. তারা (যেন) বধির-মূক-অন্ধ। তাই তারা (সৎপথে) ফিরে আসবে না।

১৯. অথবা আকাশের বৃষ্টির মতো, যাতে রয়েছে অন্ধকার, বজ্রধ্বনি ও বিদ্যুৎচমক। বজ্রের গর্জনে তারা মৃত্যুর ভয়ে তাদের কানে আঙুল দিয়ে রাখে। আর **আল্লাহ** কাফিরদেরকে পরিবেষ্টন করে আছেন (তাদের সকলকে **আল্লাহ** একত্রিত করবেন)।

২০. বিদ্যুৎচমক তাদের দৃষ্টি কেড়ে নেওয়ার উপক্রম হয়। যখনই আলোকিত হয়, তারা তাতে চলতে থাকে। আর যখন তাদের ওপর অন্ধকার নেমে আসে, তারা দাঁড়িয়ে পড়ে। আর **আল্লাহ** যদি চাইতেন, অবশ্যই **তিনি** তাদের শ্রবণ ও চোখসমূহ নিয়ে নিতেন। নিশ্চয় **আল্লাহ** সবকিছুর ওপর সর্বশক্তিমান। ع ٢ ١٣ ٢

২১. হে মানুষ, তোমরা তোমাদের **রবের** ইবাদাত কর, **যিনি** সৃষ্টি করেছেন তোমাদেরকে এবং তোমাদের পূর্বে যারা ছিল তাদেরকে,

خَلَوْا إِلَىٰ شَيَٰطِينِهِمْ قَالُوٓا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ

আমরা	মূলত	তোমাদের সাথে	নিশ্চয় আমরা	তারা বলে	তাদের শাইতন (বন্ধুদের)	সাথে	গোপনে মিলে

مُسْتَهْزِءُونَ ﴿١٤﴾ ٱللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِى

মধ্যে	এবং তাদের ঢিল দেন	তাদের সাথে	উপহাস করেন	**আল্লাহ**	১৪	উপহাসকারী

طُغْيَٰنِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿١٥﴾ أُو۟لَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوُا

ক্রয় করেছে	যারা	তারাই	১৫	তারা উদ্ভ্রান্ত হয়ে ফিরে	তাদের অবাধ্যতার

ٱلضَّلَٰلَةَ بِٱلْهُدَىٰ فَمَا رَبِحَت تِّجَٰرَتُهُمْ وَمَا كَانُوا

তারা ছিল	এবং না	তাদের ব্যবসা	লাভজনক হয়	সুতরাং না	সৎপথের বিনিময়ে	পথভ্রষ্টতা

مُهْتَدِينَ ﴿١٦﴾ مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ ٱلَّذِى ٱسْتَوْقَدَ

জ্বালালো	যে	উপমা যেমন (এক ব্যক্তির)	তাদের উপমা	১৬	সঠিক পথপ্রাপ্ত

نَارًا فَلَمَّآ أَضَآءَتْ مَا حَوْلَهُۥ ذَهَبَ ٱللَّهُ بِنُورِهِمْ

তাদের আলো নিয়ে	**আল্লাহ**	নিলেন	তার চারপাশে	যা	আলোকিত করল	এর পর যখন	আগুন

وَتَرَكَهُمْ فِى ظُلُمَٰتٍ لَّا يُبْصِرُونَ ﴿١٧﴾ صُمٌّۢ بُكْمٌ عُمْىٌ

অন্ধ	বোবা	বধির	১৭	তারা দেখতে পায়	না	অন্ধকারসমূহের	মধ্যে	এবং তাদের ছেড়ে দিলেন

فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴿١٨﴾ أَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ فِيهِ

তার মধ্যে (আছে)	আকাশ	থেকে	বৃষ্টিপাতের মতো	অথবা	১৮	তারা ফিরে আসবে	না	সুতরাং তারা

ظُلُمَٰتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَجْعَلُونَ أَصَٰبِعَهُمْ فِىٓ ءَاذَانِهِم مِّنَ

কারণে	তাদের কানগুলোর	মধ্যে	তাদের আঙুলগুলোকে	তারা রাখে	ও বিদ্যুৎচমক	এবং গর্জন	অন্ধকার

ٱلصَّوَٰعِقِ حَذَرَ ٱلْمَوْتِ ۚ وَٱللَّهُ مُحِيطٌۢ

পরিবেষ্টনকারী	অথচ **আল্লাহ**	মৃত্যুর	ভয়ে	বজ্রধ্বনির

بِٱلْكَٰفِرِينَ ﴿١٩﴾ يَكَادُ ٱلْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَٰرَهُمْ ۖ كُلَّمَا

যখনই	তাদের দৃষ্টিসমূহের	কেড়ে নেয়	বিদ্যুৎচমক	উপক্রম হয়	১৯	কাফিরদের

أَضَآءَ لَهُم مَّشَوْا فِيهِ وَإِذَآ أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا ۚ

তারা দাঁড়িয়ে যায়	তাদের ওপর	অন্ধকারচ্ছন্ন হয়	এবং যখন	তার মধ্যে	তারা চলে	তাদের জন্য	আলোকিত হয়

وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَٰرِهِمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ

আল্লাহ	নিশ্চয়	এবং তাদের দৃষ্টিশক্তি	তাদের শ্রবণশক্তি	অবশ্যই **তিনি** নিয়ে নেবেন	**আল্লাহ**	চান	আর যদি

عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٠﴾ يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱعْبُدُوا

তোমরা ইবাদাত কর	মানুষ	হে	২০	সর্বশক্তিমান	কিছুর	সব	ওপর

رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ

তোমাদের পূর্বে	থেকে	এবং যারা	তোমাদের সৃষ্টি করেছেন	**যিনি**	তোমাদের **রবের**

لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ﴿٢١﴾ الَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ

তোমাদের জন্য	করেছেন	**যিনি**	২১	বেঁচে চলতে পারো (পাপ থেকে)	তোমরা যাবে

الْاَرْضَ فِرَاشًا وَّالسَّمَآءَ بِنَآءً وَّاَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ

আকাশ	থেকে	এবং বর্ষণ করেছেন	ছাদ	ও আকাশকে	বিছানা	পৃথিবীকে

مَآءً فَاَخْرَجَ بِهٖ مِنَ الثَّمَرٰتِ رِزْقًا لَّكُمْ

তোমাদের জন্য	রিযক হিসাবে	ফলমূল	কোনো	তা দ্বারা	এরপর বের করেছেন	পানি,

فَلَا تَجْعَلُوْا لِلّٰهِ اَنْدَادًا وَّاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿٢٢﴾ وَاِنْ

এবং যদি	২২	জানো	অথচ তোমরা	সমতুল্য	**আল্লাহর** সাথে	দাঁড় করিয়ো	অতএব না

كُنْتُمْ فِىْ رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلٰى عَبْدِنَا فَاْتُوْا

তবে তোমরা আনো	আমাদের দাসের	ওপর	আমরা অবতীর্ণ করেছি	তা থেকে যা	সন্দেহের	মধ্যে	তোমরা থাক

بِسُوْرَةٍ مِّنْ مِّثْلِهٖ وَادْعُوْا شُهَدَآءَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ

আল্লাহকে	বাদ	দিয়ে	তোমাদের সাক্ষীদেরকে	এবং তোমরা ডাকো	তার সদৃশ	(মধ্য) থেকে	একটি সূরা

اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿٢٣﴾ فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا وَلَنْ تَفْعَلُوْا

তোমরা করতে পারবে	এবং কখনও না	তোমরা কর	না	কিন্তু যদি	২৩	সত্যবাদী	তোমরা হও	যদি

فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِىْ وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ اُعِدَّتْ

যা প্রস্তুত করা হয়েছে	ও পাথরসমূহ	মানুষ	তার ইন্ধন (হবে)	যা (এমন যে)	আগুনের	তোমরা ভয় কর

لِلْكٰفِرِيْنَ ﴿٢٤﴾ وَبَشِّرِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا

ও কাজ করেছে	ঈমান এনেছে	(তাদেরকে) যারা	এবং সুসংবাদ দাও	২৪	কাফিরদের জন্য

الصّٰلِحٰتِ اَنَّ لَهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا

তার নিচ	দিয়ে	প্রবাহিত হয়	জান্নাতসমূহ	তাদের জন্যে	যে	সৎ

الْاَنْهٰرُ كُلَّمَا رُزِقُوْا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِّزْقًا

রিযক হিসেবে	ফলমূল	কোনো	তা থেকে	তাদের রিযক দেওয়া হবে	যখনই	নদীসমূহ

قَالُوْا هٰذَا الَّذِىْ رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَاُتُوْا بِهٖ

এবং তাদেরকে দেওয়া হবে	পূর্ব	থেকে	আমাদের রিযক দেওয়া হয়েছিল	(তাই) যা	এটা	তারা বলবে

مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيْهَآ اَزْوَاجٌ

স্ত্রীরা	তার মধ্যে (সেখানে থাকবে)	এবং তাদের জন্যে	সাদৃশ্য হবে (পরস্পরে)

مُّطَهَّرَةٌ وَّهُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿٢٥﴾ اِنَّ اللّٰهَ

আল্লাহ	নিশ্চয়	২৫	চিরস্থায়ী হবে	তার মধ্যে	এবং তারা	পবিত্র

لَا يَسْتَحْىٖٓ اَنْ يَّضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوْضَةً

মশা	যা	দৃষ্টান্ত	**তিনি** পেশ করবেন	যে	লজ্জাবোধ করেন	না

যাতে তোমরা মুত্তাকি (আয়াত ২.২) হতে পারো, পাপ থেকে বেঁচে চলতে পারো।

২২. **যিনি** তোমাদের জন্য পৃথিবীকে করেছেন বিছানা, আকাশকে ছাদ এবং আকাশ থেকে বর্ষণ করেছেন পানি। অতঃপর **তার** মাধ্যমে বের করেছেন ফল-ফলাদি, তোমাদের জন্য জীবিকাস্বরূপ। সুতরাং তোমরা জেনে-বুঝে **আল্লাহর** জন্য সমকক্ষ নির্ধারণ করো না।

২৩. আর **আমরা আমাদের** বান্দার (মুহাম্মাদ সা.-এর) ওপর যা নাযিল (কুরআন) করেছি, যদি তোমরা (আরবে মূর্তিপূজারি ইহুদি, খ্রিস্টান) সে সম্পর্কে সন্দেহে থাকো, তবে তোমরা তার মতো একটি সূরা নিয়ে আস এবং **আল্লাহ** ছাড়া তোমাদের সাক্ষীদেরকে ডাক; যদি তোমরা সত্যবাদী হও।

২৪. কিন্তু যদি তোমরা তা না কর আর কখনো তোমরা তা করতে পারবে না—তাহলে (জাহান্নামের) আগুনকে ভয় কর, যার জ্বালানি হবে মানুষ ও পাথর, যা প্রস্তুত করা হয়েছে কাফিরদের জন্য।

২৫. আর যারা ঈমান এনেছে এবং ভালো কাজ করেছে তুমি (হে মুহাম্মাদ) তাদেরকে সুসংবাদ দাও যে, তাদের জন্য রয়েছে জান্নাতসমূহ, যার তলদেশ দিয়ে প্রবাহিত হবে নদীসমূহ। যখনই তাদেরকে জান্নাত থেকে জীবিকা হিসেবে ফল দেওয়া হবে, তারা বলবে, 'এটাই তো পূর্বে আমাদেরকে খেতে দেওয়া হয়েছিল।' আর (এরূপ বলার কারণ) তাদেরকে দেওয়া হবে সাদৃশ্যপূর্ণ করে (যদিও স্বাদ ভিন্ন) এবং তাদের জন্য সেখানে থাকবে আযওয়াজুম মুতহ্হারা—পবিত্র সঙ্গী বা স্ত্রীগণ [দৈহিক অসুস্থতা ও অপবিত্রতা: মল-মূত্র, মাসিক এবং অন্তরের কুটিলতা: ঈর্ষা, হিংসা, বিদ্বেষ ইত্যাদি মুক্ত] এবং তারা সেখানে হবে চিরস্থায়ী।

২৬. নিশ্চয় **আল্লাহ** মশা কিংবা তার চেয়ে উচ্চ (অথবা ক্ষুদ্র) কোনো কিছুর উপমা দিতে লজ্জা করেন না।

মহিমান্বিত
কুরআন

মর্মার্থ ও শাব্দিক অনুবাদ
কুরআনীয় আরবি শিক্ষা সহায়ক

শুয়ুখ সংস্করণ

এক খণ্ড